PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-1, May 2022

নামকরণের ইতিহাস; ‘চানক’ থেকে ‘বারাকপুর’

অভিজিৎ বাগ [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী, পিন- ৭১২ ৪০১, পশ্চিমবঙ্গ.
Email: bagabhijit17@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কোন স্থানের কোন বিশেষ নামকরণের পশ্চাতে তার কারণ বর্তমান থাকে আর এই কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে অতীতকালের কোন অজানা ইতিহাস। তাই নামকরণের মাহাত্ব অনস্বীকার্য। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ হল, যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ‘চানক’ থেকে কিভাবে বর্তমান উত্তর-চব্বিশ পরগনার ‘বারাকপুর’ শহরের নামকরণ হয়েছিল তা প্রমাণ করা এবং একথা বলা আবশ্যক যে, ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এখানে সেনানিবাস স্থাপনের সঙ্গে এই শহরের ‘বারাকপুর’ নামকরণের ব্যাপারটি একবারেই সম্পর্করহিত।

চুম্বক শব্দ: ‘চানক’, বরবাকপুর-বারাকপুর, সেনানিবাস

একসময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদল ভারতীয় ভূখণ্ডে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন। তবে বণিকের ছদ্দবেশে এদেশে এলেও পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) জয়লাভ ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করার সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছিল। এরপরে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে ব্রিটিশরাজ অনুগ্রহপুষ্ট ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করেছিল। বাংলায় তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তগত করেছিল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভের পর থেকে। কোন স্থানের দৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সেই স্থানের প্রকৃত উন্নয়নের রূপরেখা গড়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক মানদণ্ড যার বা যাদের বা যে গোষ্ঠীর উপর বর্তায় সেই গোষ্ঠীই উক্ত অঞ্চলে বা ভূখণ্ডের স্বাভাবিক নেতাতে পরিণত হন। সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী যে সেই অঞ্চলের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কোম্পানিবাহাদুর পূর্ব-ভারতে তাদের শাসনক্ষমতা ও একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক জাল বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এই সামাজ্যবাদী বিস্তারনীতির অঙ্গ হিসেবে উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ ইংরেজ নর-নারী অনেকেই এদেশে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাই একদিকে ইংরেজ কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রয়োজনে ও অন্যদিকে এদেশে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার পরিজনের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা করার তাগিদে সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই সেই সময়কার ভারতবর্ষের যেসব স্থান বা অঞ্চলে ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য ছিল সেইসব জায়গায় সেনাছাউনি গড়ে উঠতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ধীরে ধীরে একদিকে যেমন কোম্পানির শাসনাধীন হতে লাগল

পাশাপাশি ওইসব স্থানে সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে থাকল। ভারতবর্ষের বুকে কোম্পানীর সামরিক তথা প্রশাসনিক ভিত্তিস্বরুপ যে সেনানিবাসগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে বাংলার সেনাছাউনিগুলি এখানে আলোচনার স্বার্থে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার সেনানিবাসগুলির মধ্যে আঠারো শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা বহরমপুর সেনানিবাস (১৭৬৭ খ্রিঃ) ও দমদম সেনানিবাসের (১৭৮৩ খ্রিঃ) নাম উল্লেখ্য। তাছাড়া বালিগঞ্জ ঘাটিও ছিল কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। তবে এসবগুলির মধ্যে বারাকপুর সেনানিবাস বা ক্যান্টনমেন্ট ছিল অন্যতম। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যে হল, বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার একটি শহর বর্তমান বারাকপুর অঞ্চলের পূর্বনাম বিষয়ে আলোকপাত করা। এই নামকরণের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণমূলক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। একাধিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির নিরিখে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে।

বারাকপুরের পূর্বনাম ছিল 'চানক' তা এখন সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এই অঞ্চলের ভূতপূর্বনাম 'চানক' কি কারণে, কোনসময়ে হয়েছিল সে বিষয়ে গবেষক মহলে নানা মত প্রচলিত আছে। বারাকপুর সংক্রান্ত বিভিন্ন পুরানো নথি, তথ্য ও সাহিত্যে এবং মানচিত্রে এই অঞ্চলকে 'চানক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে জব চার্নকের নাম থেকে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ 'চানক' হওয়ার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোন প্রমাণ নেই। কারণ হিসেবে বলা যায়, জব চার্নক ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন অথচ এর বহু পূর্বেই বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসাবিজয়' (১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) কাব্যগ্রন্থে আমরা 'চানক' নামের উল্লেখ দেখতে পাই। চাঁদসদাগরের সিংহল বাণিজ্যযাত্রাকে উপলক্ষ করে লেখক তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[১] সুরধনী কাব্যের লেখক কবি দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও 'চানক' নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কিছুটা সময় পরেই লিখিত এই কাব্যে 'চানক' কে 'স্বশস্ত্র চানক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] তাছাড়া (Vanden Brouche) ভেন্ডেন ব্রোচের ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের নকশায় চানকের (Tsjannock) অবস্থান দেখানো হয়েছে কাঁকিনাড়া (Cangnerre) এবং বরানগরের (Barrenger) মধ্যবর্তী অঞ্চলে।[৩] একসময় দিগঙ্গ থেকে(বর্তমান মনিরামপুর, বারাকপুর)বুড়নিয়ার দেশ বর্তমান টিটাগড় পর্যন্ত অঞ্চল যে 'চানক' নামে পরিচিত ছিল তার অনেক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। তবে যাইহোক বারাকপুরের পুরানো নাম যে 'চানক' ছিল তার অন্যতম একটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আজও রয়ে গেছে চানক ফাঁড়ি। এখনও পর্যন্ত এই একবিংশ শতাব্দীতেও বারাকপুর অঞ্চলের বেশ কিছু বাড়ি, সরকারি অফিস ইত্যাদি জায়গায় পুরানো 'চানক' নামের হদিশ পাওয়া যায়। তবে এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বারাকপুরের পূর্বনাম 'চানক' ছিল বা এই অঞ্চলে 'চানক' নামে একটি গ্রাম ছিল। তবে চানক নামের পিছনে প্রকৃত এবং তথ্যসমৃদ্ধ কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা ও ঠিক কবে থেকে এই অঞ্চল 'বারাকপুর' নামে পরিচিত হল এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ কোন সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

পঞ্চাদশ শতাব্দীতে যে অঞ্চল সকলের কাছে 'চানক' নামে পরিচিত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই স্থানটিই বারাকপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। বারাকপুর সেনাছাউনির ইতিহাস আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এই নামকরণের পিছনের কারণ বা প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। কিন্তু 'বারাকপুর' নামকরণের প্রেক্ষাপট নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতবিরোধ বর্তমান। W.W. Hunter's A Statistical Account of Bengal vol - I এ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দকে এই সেনাছাউনির প্রতিষ্ঠাবছর হিসেবে উল্লেখ

করা হয়েছে।[৪] এছাড়া কার্জনের British Government in India vol-II তে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ এই শহরের প্রতিষ্ঠাবছর হিসেবে উল্লেখিত হয়েছ।[৫] তবে এই সেনাছাউনির নামকরণের পিছনে প্রথম ও প্রচলিত মতবাদটি হল, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এখানে সেনানিবাস বা ব্যারাক (Barrack) প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই উক্ত অঞ্চলটি 'বারাকপুর' নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন রুকনউদ্দিন বারবকশাহ। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে 'চানক' থেকে বারবকপুর হয়েছে।[৬] আর আজকের বারাকপুর এই বারবকপুর নামের অপভ্রংস থেকে এসেছে এটিই 'বারাকপুর' শহরের নামকরণের পশ্চাতে দ্বিতীয় মতবাদ হিসেবে উঠে এসেছে। এই সেনানিবাসের নামকরণের প্রেক্ষিত আলোচনায় তৃতীয় ব্যাখ্যাটি বিজ্ঞানসম্মত। এতে বলা হয়েছে মোঘল শাসক আকবরের আমলে টোডরমল সুবা বাংলাকে উনিশটি সরকার ও ৬৮২টি মহাল-এ ভাগ করেছিলেন। এই সরকারগুলির মধ্যে সাতগাঁ সরকার ছিল অন্যতম। এর রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। এই সরকার ৫৩ টি মহালে বিভক্ত ছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে দুটি 'বরবাকপুর' নামক মহালের অস্তিত্তের কথা জানা যায়। এই দুটি মহালের মধ্যে কলকাতা থেকে নিকটবর্তী এক বরবাকপুরের কথা জানা যায়।[৭] এই 'বরবাকপুর' মহাল থেকেই আজকের বারাকপুর শহরের নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। বারাকপুর নামকরণের ক্ষেত্রে এই শেষতম ব্যাখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় কারণ, প্রচলিত ও জনপ্রিয় মতবাদ বা ধারণা হল এখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উক্ত অঞ্চলটি ধীরে ধীরে বারাকপুর নামে পরিচিত হতে থাকে। তাই ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর' নামকরণ হয়েছে বলে এটা ধরে নিয়ে অনেকেই এর স্বপক্ষে মতামত পেশ করেছেন। কিন্তু এই যুক্তি অকাট্য নয়। কারণ, হিসেবে বলা যায়, ইংরেজ আমলে বা কোম্পানির শাসনকালে ভারতের নানা জায়গায় সৈন্য রাখা হয়েছিল; যেমন সুন্দরবন তার মধ্যে একটি। কিন্তু এই স্থানের নাম 'বারাকপুর' হয়নি। আবার অন্যদিকে বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে 'বারাকপুর' নামাঙ্কিত গ্রামের কথা জানা যায়। কিন্তু এই সকল গ্রামে কোম্পানির সেনা রাখার কথা জানা যায় না। তাই একথা বলা অতিরঞ্জন হবে যে, সেনা ব্যারাক প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এই স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়ে বারাকপুর হয়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, লেডি এমিলি ইডেন 'বারাকপুর' নামের ইংরেজি বানান Barakpur লিখতেন।[৮] এখন প্রশ্ন হল, তিনি কি এখানে ব্যারাক বা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার কথা জানতেন না! তার পাশাপাশি বারাকপুর নামকরণের পিছনে এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী কোনও মোঘল শাসক বা সেনাপতির নামের অপভ্রংশ থেকে বারাকপুর নামক শব্দটি এসেছে। কিন্তু এই দাবী যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যে মোঘল সেনাপতির (রুকনউদ্দিন বারবকশাহ) নামের কথা বলা হয়েছে, তিনি যে বেশ কয়েকবার বারাকপুরে এসেছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক 'বারাকপুর' নামকরণ সংক্রান্ত বিতর্কের যুক্তিসঙ্গত সমাধানের খাতিরে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, 'বরবাকপুর' মহাল থেকেই আজকের বারাকপুর শহরের নামকরণ হয়েছে।

মোঘল শক্তির অবক্ষয়ের ফলে সমকালিন ভারতবর্ষে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিগুলির রক্তচক্ষু ও বাড়বাড়ন্তে বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্বচেষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে আধিপত্ত কায়েম করার জন্য ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিযোগিতা ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তার সামরিক নীতি

পূনঃসমীক্ষায় বাধ্য করেছিল। ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মেজর স্ট্রিঞ্জার লরেন্স ভারতে আসেন। এখানে তিনিই প্রথম ইউরোপীয় ঐতিহ্য ও ধারা অনুযায়ী দেশীয় সিপাহি বাহিনী গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।[৯] তবে প্রথমদিকে কোম্পানিকে দেশীয় বাহিনী গঠনে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। দেশীয় শক্তিগুলি কোম্পানি দ্বারা ভারতীয় সিপাহি বাহিনী গঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে বাহিনী গঠনে দেশীয় সিপাহি সংগ্রহ করতে কোম্পানি নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, কোম্পানি কর্তৃক ভারতীয় অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার সাথে সাথে ভারত থেকে বিদেশে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সিপাহীর প্রয়োজন ছিল। কারণ, মরিসাস, সিংহল প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে তাদের বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি শক্তিগুলি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছিল।[১০] তাই কোম্পানি নেটিভদের নিয়ে সামরিক বাহিনী গঠনে স্বচেষ্ট হয়েছিল কারণ, ব্রিটেন তথা ইউরোপ থেকে ভারতে অল্পবয়সী বলিষ্ঠ চেহারার যুবকদের নিয়ে এসে বেতন দিয়ে বাহিনী গঠন করা অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য কোম্পানি প্রথমে ব্রিটেন থেকে সৈন্যনিয়োগ করার যে পরিকল্পনা করেছিল তা তেমন সাফল্যলাভ করেনি। এর জন্য ব্রিটেনের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। লোভনীয় বেতনের এই চাকরিতে কোম্পানির সামরিক বাহিনীর সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে ভারতে এসে বসবাস করতে হত।[১১] লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় সৈন্যদের যোগ্যতামান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' কে এই ব্যাপারে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন।[১২]

কোম্পানিকে শেষপর্যন্ত ভারতীয়দের নিয়েই তাদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। তাই দেশে বিদেশে বিভিন্ন সামরিক অভিযানের সাফল্য মূলত নির্ভর করত নেটিভ সিপাহীদের উপর। তবে এখানে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক যে, নেটিভ বা ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত বাহিনীর সমস্ত মাঝারি থেকে উচ্চতম পদগুলির জন্য কোন ভারতীয় সিপাহী বা অফিসারের যোগ্যতা থাকলেও তাকে সেই পদগুলিতে মনোনয়ন বা নিয়োগ করা হত না যাইহোক, এই নেটিভ সিপাহীবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে কোম্পানির সামরিক অফিসাররা উত্তর ভারতীয়দের অগ্রাধিকার দিতেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বেশ কিছু সিপাহী নিয়ে একটি সামরিক দল গড়ে তোলেন। এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আদলকে অনুসরণ করে। এটাই সর্ব প্রথম বাংলায় গঠিত দেশীয় বাহিনী।[১৩] কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়রা শুধু সাধারণ সিপাহীর পদ পেতেন। কিছু ক্ষেত্রে কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ডের মত কিছু পদে ভারতীয়দের মনোনয়ন দেওয়া হত বটে। ভারতীয়দের শারীরিক গঠন, উচ্চতা, জাত ইত্যাদি বিষয়গুলি স্মরণে রেখে কোম্পানি ভারতীয়দের সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করত। তাই ভারতের বেশ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে থেকেই সিপাহী নিয়োগের চল ছিল। যেমন উচ্চজাত উত্তরভারতীয় কৃষকদের কোম্পানির বাহিনীতে সিপাহী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হত। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও গ্রামের যুবকদের বাহিনীতে নিযুক্ত করার প্রথা ভারতেও লক্ষ্য করা যায়।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাইভ বেঙ্গল আর্মিকে তিনটি বিগ্রেডে বিভক্ত করেন। এই তিনটি বিগ্রেডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনজন কম্যান্ডারের কাঁধে। এই তিনজন কম্যান্ডার হলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার

রবার্ট ফ্লেচার, কর্নেল রিচার্ড স্মিথ এবং কর্নেল স্যার বার্কার। প্রতি বিগ্রেডে ছয়টি করে সিপাহী বাহিনী ও একটি করে ইউরোপীয় পদাতিক বাহিনী এবং সঙ্গে একদল অশ্বারোহী ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।[১৪] রবার্ট ওরম-র মতে ভারতের গম প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা শারীরিক দিক থেকে ধানপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে বেশি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ এবং এঁরাই হলেন ভারতের মার্শাল জাতি। তাই লক্ষ্যনীয় যে, বি. এন. আই. (বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি)তে যারা সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতের অধিবাসী। এই জন্যই কোম্পানিকে 'বেঙ্গল আর্মি' তে সিপাই নিয়োগের জন্য উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি কোম্পানির দ্বারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিপাহী নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করতে থাকে। ভারতে কোম্পানির সামরিক আধিপত্য বিস্তারে তারা প্রতিনিয়ত বাঁধা দিতে থাকে নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু তবুও উত্তর ভারতীয় দেশীয় রাজাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ইত্যাদি নানাকারণে কোম্পানি বিহার এবং বেনারসের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও অযোধ্যার আজমগড় প্রভৃতি স্থানে সিপাহী নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করতে সফল হয়েছিল।[১৫] এইসব জায়গা বা কেন্দ্র থেকে সিপাহী নিয়োগ করে বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হত। কোম্পানির সিপাহী বাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য ভারতীয়রা উদগ্রীব ছিলেন। নিয়মিত বেতন, অতিরিক্ত ভাতা, পেনশন ও নিয়মাবর্তিতা এবং সুশৃঙ্খলা বাহিনিকে শক্তিশালী করেছিল। ফলে ভারতীয় সিপাহিরাও কোম্পানির সামরিক বাহিনীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মেজর বা বিগ্রেডিয়ার বা কমান্ডিং অফিসারদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে তাঁরা ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতের জাতপাতের বিষয়টি স্মরণে রেখে হেস্টিংস শুধুমাত্র বর্ণহিন্দু উত্তর ভারতীয়দের প্রতিই 'বেঙ্গল আর্মি'তে নিযুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কর্নওয়ালিস হেস্টিঙ্গের উচ্চবর্ণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এতে আবার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কোম্পানির ভারতীয় উচ্চবর্ণজাত সিপাইরা ব্রিটিশ ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রিস্টানধর্মের প্রসারে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, তাঁরা নিজেদের পুরানো সংস্কার ও ঐতিহ্যর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। কর্মহীনতা এবং জীবন ও জীবিকার জন্য তাঁরা ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি বিদেশি গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সামরিক বাহিনীর সিপাই পদে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তাঁরা কেন ও কিভাবে এঁদেরকে আপন করে তাঁদের শিক্ষানীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন গ্রহণ করবেন! সিপাহীরা তাঁদের জাত ও ধর্মের গৌরবে গর্বিত ছিলেন। ফলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা করতেন এবং কোম্পানির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ওয়েলেসলির আমলে ভারতে কোম্পানির সিপাই নিয়োগ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বিহারের হাজিপুর ছিল সিপাহী নিয়োগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যেখান থেকে 'বেঙ্গল আর্মি' তে সিপাই পাঠানো হত। এখান থেকেই বাংলার বারাকপুর সেনাছাউনির বিভিন্ন বিগ্রেডগুলিতে কর্মরত নেটিভ সিপাইরা কোম্পানির সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ও নীতির প্রতি আনুগত্যর শপথ নিতেন।

কোম্পানির আমলে ভারতে গড়ে ওঠা সেনা ছাউনিগুলির মধ্যে পূর্ব-ভারতে কলকাতার কাছাকাছি এই বারাকপুর সেনাছাউনি ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ক্লাইভ কর্তৃক বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্টট্রি গঠিত হয়েছিল।[১৬] এরপরে এই বারাকপুর অঞ্চলেই সেনানিবাসের কাজ শুরু হয় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে।[১৭] তবে বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার এবং কার্জনের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ভল-২ অনুযায়ী যথাক্রমে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দকে বারাকপুর সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠাবছর

হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যাইহোক এইভাবে ধীরে ধীরে বারাকপুর সেনাছাউনি গড়ে উঠতে লাগল। এই সেনাছাউনিকে কেন্দ্র করে বারাকপুরের একটা অংশ বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। পূর্বভারতে কোম্পানি সরকারের নিরাপত্তার দিক দিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের পরেই বারাকপুর সেনাছাউনির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সামরিক অভিযানে কোম্পানি এই সেনাছাউনি থেকে সিপাহী সংগ্রহ করত। তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, বারাকপুর সেনাছাউনি বাংলাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে কোন বাঙালি সিপাহী ছিলেন না। তাই নামেই ছিল বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্টট্রি। এখানে উত্তর ভারত থেকে সিপাহীরা আসতেন এবং বাস করতেন ও কোম্পানির সরকারের হয়ে সৈন্যবিভাগে কাজ করেতেন।

তবে একথা বলা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে বারাকপুর শহরের যে সুখ্যাতি হয়েছে তা এখানকার সামরিক বাহিনীর অবস্থানের জন্য। তবে উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই যে, এখানে সেনাব্যারাক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই শহরের বর্তমান নামকরণের কোন যোগ নেই। ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে একথা প্রমাণ করা যায়।

সূত্রনির্দেশঃ

1) Sukumar Sen, VIPRADASA'S MANSA-VIJAYA, 1953, Calcutta, The Asiatic Society, pp-144
2) কানাইপদ রায়, উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল একাল, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, হুগলী, নগর পেরিয়ে, পৃঃ ০৩
3) ভেন্ডেন ব্রোচের নকশায় চানক, ভেন্ডেন ব্রোচ, বারাকপুরের সেকাল-একাল, প্রথম খণ্ড, সম্পা-কানাইপদ রায়, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, বারাকপুর, নগর পেরিয়ে, পৃঃ ১৮
4) W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal- Vol-I, Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, Reprint 1875, London, Trubner Co., pp- 82
5) The Marquis Curzon of Kedleston, K.G., British Government in India, The Story of the viceroys and Government Houses- vol-II, 1925, London, Cassess and Company Ltd., pp- 02
6) কমল চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৭, কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউশ, পৃঃ ১১৩
7) Abul-Fazl Allami, AIN-I-AKBARI- Vol-II, Colonel H.S. Jarrett, (Translated into English) Reprint 1988 , New Delhi, Crown pulications, pp-208
8) মাধব ভট্টাচার্য, সাহিত্য সৈকত বারাকপুরের ইতিহাস বিষয়ক সংখা-৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮, নদীয়া, মায়া প্রেস, পৃঃ ২০
9) Seema Alavi, The Sepoys and the Company, Tradition and Transition in Northern India 1770-1830, Reprint 1995, New Delhi, Oxford University Press, pp-35
10) Premansu Kumar Bandhyopadhyay, Sepoy in the British Overseas Expedition 1762-1826, Vol-I, Reprint 2011, Kolkata, K.P. Bagchi and Company, pp-13
11) ibid., pp- 22-24
12) ibid., pp- 15
13) Seema Alavi, ibid., pp- 35
14) Amiya Barat, The Bengal Native Infantry Its Organisation and discipline 1796-1852, Reprint 1962, Calcutta, Sri Gouranga Press Pvt. Ltd., pp-25
15) Seema Alavi, ibid., pp- 41
16) প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসি পাতা গঙ্গাজলের শপথঃ বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ১৮২৪, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬, কলকাতা, কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, পৃঃ ১৩
17) তদেব, পৃঃ ১৪